The Dhaka University Journal of Linguistics: Vol. 15, No. 29-30, Published by the Registrar, University of Dhaka, ISSN 2075-3098

মুক্তিযুদ্ধের পোস্টারঃ ভাষিক পাঠ-বিশ্লেষণ

নাদিয়া নন্দিতা ইসলাম*

Abstract: In the war of independence, the people of Bangladesh fought from their own respective positions. Media artists have fought for freedom in every aspect of their artistic ability as well as front liners on the battlefield. The painters have created posters to inspire the people of the country on the path of independence, to show their love for the country, sense of duty and the image of the society. The language used in the posters is not only varied but also depicts the period of the war of freedom. This article analyzes the various linguistic elements presented in the ten historical posters published during the great Liberation war.

চাবি-শব্দ : মুক্তিযুদ্ধ, বঙ্গবন্ধু, গণমাধ্যম, পোস্টার, ভাষা বিশ্লেষণ

১. ভূমিকা

মহান মুক্তিযুদ্ধে বাংলার আপামর জনগণ ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে বাংলাদেশ স্বাধীন করেছে। স্বাধীনতার যুদ্ধে বাংলার সব মানুষই তাঁদের নিজ নিজ অবস্থান থেকে লড়াই করেছে। ১৯৭১ সালের মহান স্বাধীনতা যুদ্ধে বাংলাদেশের গণমাধ্যমের শিল্পিগণ অস্ত্র হাতে তুলে নেয়ার পাশাপাশি, তাঁদের শিল্পকর্মের মাধ্যমে বাংলার জনগণকে উদ্বুদ্ধ করেছিলেন। মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন চিত্রশিল্পীদের অঙ্কিত পোস্টারগুলোর (poster*)* চমৎকার শিল্পরূপ, আমাদের গণমাধ্যমকে সমৃদ্ধ করেছে। পাশাপাশি বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সপক্ষে বিশ্বব্যাপী জনমত তৈরিতে ব্যাপক ভূমিকা রেখেছে। পোস্টারকে সাধারণ ভাবে বলা যেতে পারে, এমন একটি ভাষিক মাধ্যম উপস্থাপনা, যা জনসাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণের উদ্দেশ্যে খোলা জায়গায় (*open space*) উপস্থাপিত হয়। যার প্রকাশ হতে পারে ভাষিক, অভাষিক বা চিত্রের মাধ্যমে (Özmutlu, A. & Kaptan, 2009)। প্রবন্ধে আলোচিত পোস্টারগুলোতে উপস্থাপিত ভাষিক ও অভাষিক উপাদান, যথা- শব্দের প্রয়োগ, বাক্য গঠন, রূপকের ব্যবহার, চিহ্নের ব্যবহার, চিত্রের উপস্থাপনা প্রভৃতি এবং তৎকালীন সময়ের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক প্রতিবেশগত প্রভাব বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

* সহযোগী অধ্যাপক, ভাষাবিজ্ঞান বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

২. পোস্টারের ভাষার ধারণা

কোনো তথ্য বা ধারণা খুব সহজেই সাধারণের কাছে পৌছাতে পোস্টার একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম (Özmutlu, A., & Kaptan, 2009)। সাধারণত গণমাধ্যমে শিল্পকলার সবগুলো শাখার অর্থাৎ চলচ্চিত্র, নাটক প্রভৃতির প্রচারণায় পোস্টারের ব্যবহার দেখা যায়। মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণের জন্যে পোস্টার ব্যবহার খুবই সাধারণ ঘটনা (Özkan, 2003)। এছাড়াও সামাজিক সাংস্কৃতিক কারণেও সরকারিভাবে বা বিভিন্ন । প্রতিষ্ঠান তাদের তথ্য প্রচারে পোস্টারকে কাজে লাগায়। প্রতিটি পোস্টারের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ গ্রাফিক্সের কাজ ও বার্তা দেখলে খুব সহজেই একটি সমাজের সামগ্রিক অবস্থা সম্পর্কে ধারণা লাভ করা যায় (Agsakalli, 2014)। সামাজিক, রাজনৈতিক, বাণিজ্যিক এবং সাংস্কৃতিক বিভিন্ন উপাদানের উপর প্রভাবিত হয়ে শিল্পী, পোস্টারের নকশা এবং তাঁর শৈল্পিক চিন্তাকে উপস্থাপন করেন (Gökaşan, 2017)। অনেক সময় ব্যক্তিগত কারণেও পণ্যের তথ্য, বার্তা প্রচারে ও প্রসারে পোস্টার ব্যবহার করা হয়ে থাকে। তবে এক্ষেত্রে ভাষিক উপাদানের । প্রয়োগে ভিন্নতা দেখতে পাওয়া যায় (Berger, 2008)। একটি সমাজের বিভিন্ন উৎসবকেন্দ্রিক পোস্টার সেই সমাজের মানুষের ব্যবহৃত ভাষার প্রতিচ্ছবি। প্রতিটি পোস্টারের ভাষা কোন নির্দিষ্ট সমাজের মানুষ বা গোষ্ঠীকে উদ্দেশ্য করে রচিত হয় (Lucie-Smith, Kılıç, Kovulmaz, & Akınhay, 2004)।

শিল্পী তাঁর অভিরুচিদ্বারা নির্দিষ্ট বিষয়কে কেন্দ্র করে ভাষার মাধ্যমে বার্তা । প্রকাশে ও প্রচারে, পোস্টার উপস্থাপন করে থাকেন (Işik, 2010)। সামাজিক বিভিন্ন বিষয়গুলোকে সর্ব সাধারণের কাছে প্রচারের জন্যে পোস্টার ব্যবহার করা হয়। প্রথম এবং দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় পোস্টারের মাধ্যমে জনগণকে উজ্জীবিত, সচেতন ও দিক নির্দেশনা দেয়া হতো (Özkirişçi, 2016)। বাংলাদেশেও ১৯৭১ সালে, মহান মুক্তিযুদ্ধের সময়ে বাংলার জনগণকে উজ্জীবিত করতে পোস্টারের প্রচার হয়েছিল। যার ভাষিক উপস্থাপনায় তৎকালীন বাঙালি সমাজ, সংস্কৃতি, রাজনীতির প্রভাব লক্ষ করা যায়। আর্থ-সামাজিক অবস্থা, সংস্কৃতি, শিক্ষা, ইতিহাস এ বিষয়গুলোর একেক অঞ্চল বা দেশভেদে বৈচিত্র্য দেখা যায়। ভাষিক বিভিন্ন উপস্থাপনা যথা- রঙ, ফন্টের ধরণ, নকশা গঠন, চিত্র, শৈলী, ভাষাপ্রয়োগ কৌশল, অভাষিক উপাদানের উপস্থিতির ভিন্নতা দেখতে পাওয়া যায় (Gumustekin, 2013)। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরবর্তী আলোকচিত্র শিল্পের। প্রসারে, শুধুমাত্র হাতে আঁকা চিত্র নয়, আলোকচিত্র (photo) ব্যবহারের মাধ্যমে ভাষিক উপাদানের পাশাপাশি অভাষিক উপাদানও পোস্টারকে সমৃদ্ধ করেছে (Bostancı, 2012)। পোস্টারে উপস্থাপিত ভাষা, রং, স্লোগান, চিত্রসহ সব ধরনের ভাষিক উপাদানই সমাজের মানুষের ব্যবহৃত ভাষার সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ হয়। যাতে যাঁদের উদ্দেশ্যে (target audience) করে বার্তা প্রেরণ করা হচ্ছে, তা যেন খুব সহজেই তাঁদের বোধগম্য হয় (Ambrosse, & Harris, 2013)।

৩. গবেষণা পদ্ধতি

বাংলাদেশের জন্মের পটভূমিতে পোস্টারযোদ্ধাগণের পোস্টারগুলো রণক্ষেত্রে মুক্তিকামী বাংলার মানুষদের উৎসাহ দিয়েছে। পোস্টারগুলোতে ব্যবহৃত ভাষা কেবল বৈচিত্র্যময়ই নয়, এতে মুক্তিযুদ্ধকালীন সময়ের চিত্রও ফুটে উঠেছে। এইসব ঐতিহাসিক পোষ্টার নিয়ে বাংলা ভাষায় পূর্বে তেমন কোন কাজ হয়নি। সেই লক্ষ্যে ভাষাবিজ্ঞানের দৃষ্টিকোণ থেকে গবেষণা পত্রটি রচনার অবতারণা করা হয়েছে। গবেষণা পদ্ধতি হিসেবে আলোচ্য প্রবন্ধে গুণগত পদ্ধতির প্রয়োগ করা হয়েছে। বর্তমান প্রবন্ধে গবেষণার প্রাথমিক উৎস হিসেবে মহান মুক্তিযুদ্ধের সময়কালীন দশটি পরিচিত এবং বিখ্যাত পোস্টার চয়ন করা হয়েছে। প্রবন্ধ রচনায় পোস্টার সংগ্রহে, মুক্তিযুদ্ধ যাদুঘর বাংলাদেশের সাহায্য নেয়া হয়েছে। আর দ্বৈতীয়িক উৎস হিসেবে এ সংক্রান্ত গবেষণা পত্র, পোস্টারযোদ্ধাগণের তৎকালীন সময়ের স্মৃতিচারণ এবং গ্রন্থের মূল্যায়নের মাধ্যমে প্রবন্ধটি উপস্থাপন করা হয়েছে।

৪. উপাত্তের পরিচিতি

মুক্তিযুদ্ধের সময়কার সার্বিক প্রতিচ্ছবির প্রতিফলন ঘটেছে, এ ধারণার দশটি পোস্টার শনাক্ত করে আলোচ্য প্রবন্ধের জন্যে বাছাই করা হয়েছে। পোস্টারগুলোর বিষয়বস্তু উপস্থাপনাতে স্থান পেয়েছে বঙ্গবন্ধুর অমর ভাষণ (উপাত্ত ১), বাংলার অসাম্প্রদায়িক চেতনা (উপাত্ত ৪), মুক্তিকামী নারী-পুরুষের দেশের প্রতি আত্মত্যাগ, মুক্তিযুদ্ধে নারী-পুরুষের অংশগ্রহণ (উপাত্ত ২,৩,৬,৭,৯,১০), তৎকালীন পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর অত্যাচার, বৈষম্য ও নৃশংসতা রূপ (উপাত্ত ৫,৮) প্রভৃতি। প্রবন্ধে আলোচিত ঐতিহাসিক পোষ্টারগুলো উপস্থাপিত হলো

পোস্টার উপাত্ত ১

পোস্টার উপাত্ত ২

পোস্টার উপাত্ত ৩

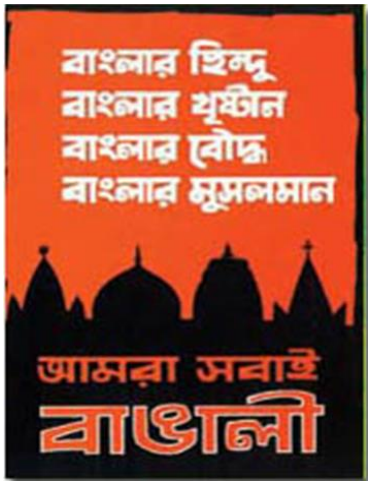

পোস্টার উপাত্ত ৪

পোস্টার উপাত্ত ৫

পোস্টার উপাত্ত ৬

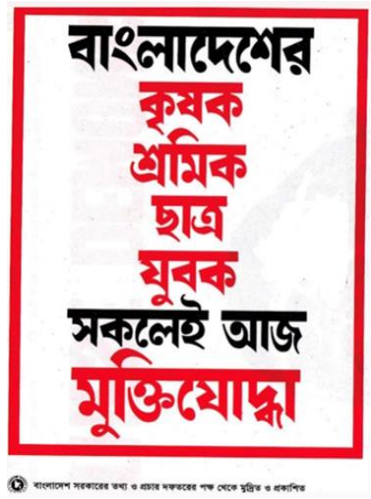

পোস্টার উপাত্ত ৭

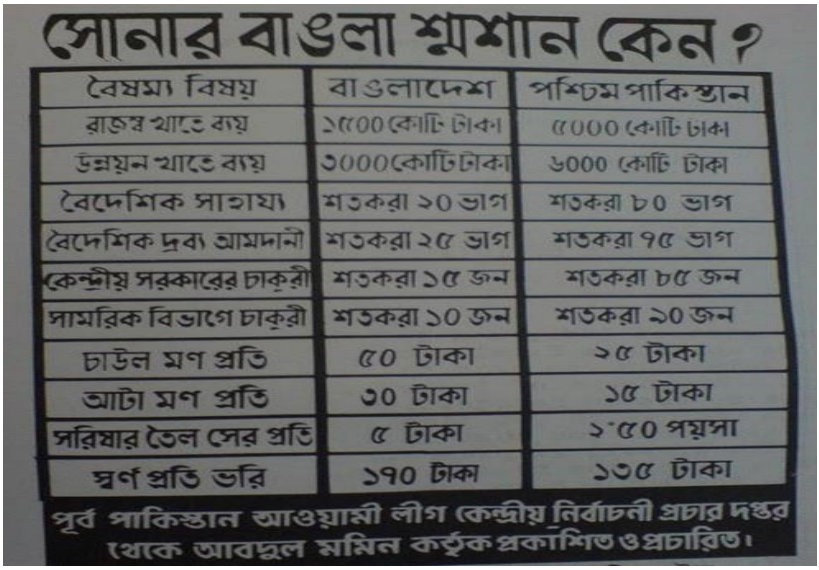

পোস্টার উপাত্ত ৮

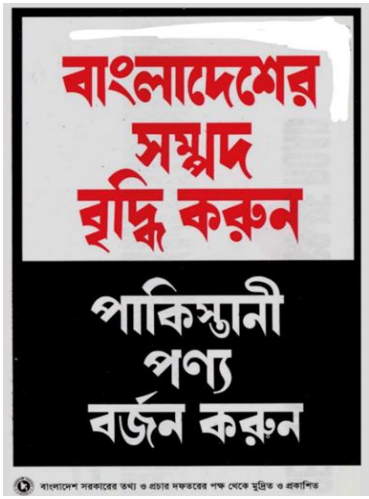

পোস্টার উপাত্ত ৯

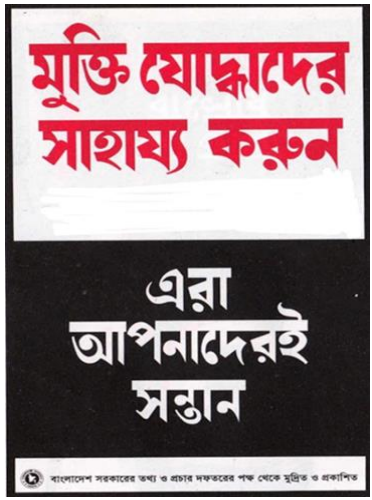

পোস্টার উপাত্ত ১০

৫. মুক্তিযুদ্ধের পটভূমিতে পোস্টার

গণমাধ্যমের শিল্পীগণ সমর যুদ্ধের পাশাপাশি তাঁদের শিল্পমাধ্যমের প্রতিটি ক্ষেত্র থেকে মুক্তির জন্যে লড়াই করেছেন। দেশের মানুষকে স্বাধীনতার পথে উদ্বুদ্ধ করতে চিত্রশিল্পীগণ পোস্টার রচনা করেছেন, যাতে উপস্থাপিত হয়েছে দেশের প্রতি তাঁদের ভালোবাসা, কর্তব্যবোধ এবং সমাজের প্রতিচ্ছবি। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমানের বজ্রকণ্ঠের ঘোষণা, "রক্ত যখন দিয়েছি আরও রক্ত দেবো। এই দেশের মানুষকে মুক্ত করে তুলবো ইনশাআল্লাহ। এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম। জয় বাংলা।" (আহমেদ, ২০১৫)। বাংলার আপামর জনসাধারণ বঙ্গবন্ধুর আহবানে মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে মাতৃভূমি রক্ষায়, মুক্তির যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পরেন। মুক্তিযুদ্ধকালীন বাংলার শিল্পীসমাজ তাঁদের মেধা, মনন দিয়ে চিত্রকর্মের মাধ্যমে বাংলার জনগণকে উজ্জীবিত করেছেন। আলোচ্য প্রবন্ধে উপস্থাপিত পোস্টারগুলো বাঙালির জাতিয়তাবোধ এবং দেশের প্রতি সম্মান ও ভালবাসার নিদর্শন। বাংলার ছাত্র, শ্রমিক, জনতা, সেনা সবাই যে যেভাবে পেরেছেন, নিজের অবস্থান থেকে দেশের স্বাধীনতা অর্জনের জন্যে মুক্তিযুদ্ধে অংশ নিয়েছেন। আমাদের দেশ বরেণ্য মুক্তিযোদ্ধা এবং চারুশিল্পী শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিন, পটুয়া কামরুল হাসান, বিরেন সোম, দেবদাস চক্রবর্তী, প্রানেশ কুমার মণ্ডল, নিতুন কুণ্ড, নাসির বিশ্বাসসহ প্রখ্যাত সকল শিল্পী, তাঁদের সৃজনশীলতা দিয়ে দেশকে ভালবেসে মুক্তিযুদ্ধে অবদান রেখেছেন। চিত্রশিল্পী এবং মুক্তিযোদ্ধা, বিরেন সোম (২০০৯) মুক্তিযুদ্ধের পোষ্টার প্রণেতাগণ সম্পর্কে, তাঁর স্মৃতিচারণে বলেন,

> প্রথম দিকে কামরুল হাসান আমাদের সবাইকে নিয়ে বসতেন। কী ধরনের কাজ আমরা করব খোলামেলা আলোচনা করে তিনি তা বুঝিয়ে দিতেন। প্রথম দিকে মনোগ্রাম, পোস্টার, কার্টুন, লিফলেট, ব্যানার নকশা ইত্যাদি করতে হতো। যেকোনো কাজে সবাইকে তিনি দুটি করে নকশা করতে বলতেন। আমরা সবাই নকশা করে কামরুল ভাইয়ের কাছে জমা দিতাম। তিনি সবগুলো নকশা একত্র করে সবাইকে নিয়ে বসে নির্বাচন করতেন। যে নকশাগুলো ভালো হতো সেগুলোকে আরও ভালো করতে বলতেন। এভাবে কোনো কোনো পোস্টার দুই কিংবা তিনবার পরিবর্তন করার পর চূড়ান্ত হতো। কামরুল হাসান তাঁর 'এই জানোয়ারদের হত্যা করতে হবে' শীর্ষক পোস্টারটি তিন-চারবার পরিবর্তন করে চূড়ান্ত করেছিলেন। এভাবেই আমরা সবাই মিলে 'বাংলার হিন্দু বাংলার খৃষ্টান বাংলার বৌদ্ধ বাংলার মুসলমান আমরা সবাই বাঙালি', 'সদাজাগ্রত বাংলার মুক্তিবাহিনী', 'বাংলার মায়েরা মেয়েরা সকলেই মুক্তিযোদ্ধা', একেকটি বাংলা অক্ষর অ আ ক খ একেকটি বাঙালির জীবন', 'বাংলাদেশের সম্পদ বৃদ্ধি করুন, পাকিস্তানি পণ্য বর্জন করুন, 'বাংলাদেশের কৃষক শ্রমিক ছাত্র যুবক সকলেই আজ মুক্তিযোদ্ধা', 'এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম', 'রক্ত যখন দিয়েছি আরও রক্ত দেবো' শীর্ষক পোস্টারগুলো তৈরি করেছিলাম। এ রকম অসংখ্য পোস্টার আমরা সবাই মিলে নকশা করেছি। বেশির ভাগ লেটারিং আমি ও প্রাণেশ দা করতাম। ড্রইংপ্রধান নকশাগুলো বেশির ভাগ করতেন প্রাণেশ দা, নাসির ভাই ও নিতুন দা। আমি ও শিল্পী দেবদাস চক্রবর্তী যৌথভাবে পোস্টার নকশার পরিকল্পনা ও অংকন করি। যেমন 'ঘরে ঘরে দুর্গ গড়ে তোলো', 'রক্ত যখন দিয়েছি আরও রক্ত দেব (বিরেন সোম, ২০০৯)।

অর্থাৎ বাংলাদেশের মুক্তির সংগ্রামে পোস্টারগুলোর জন্মতে মিলিত অবদান রেখেছেন আমাদের দেশ বরেণ্য চিত্রশিল্পীগণ। কোনো কোনো পোস্টার অংকন করেছেন একজন শিল্পী। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, বাংলার নারীদের নিয়ে বিখ্যাত পোস্টারটি (উপাত্ত ২) চিত্রশিল্পী এবং মুক্তিযোদ্ধা প্রাণেশ কুমার মণ্ডল অংকন করেন। পাকিস্তানি শাসক ইয়াহিয়া খানের নৃশংসতা নিয়ে ঐতিহাসিক পোস্টারটি (উপাত্ত ৫) অংকন করেন, বিখ্যাত চিত্রশিল্পি কামরুল হাসান। আবার কিছু পোস্টার রচিত হয়েছে সম্মিলিত প্রয়াস থেকে, উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, ১৯৭১ সালের ৭ মার্চ ঢাকার রমনায় অবস্থিত রেসকোর্স ময়দানে (বর্তমান সোহরাওয়ার্দী উদ্যান) বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান প্রদত্ত ঐতিহাসিক ভাষণের পঙক্তিমালা এবং তাঁর অমর অবয়ব ভঙ্গির মুহূর্তের চিত্র দিয়ে, পোস্টারটি (উপাত্ত ১) তৈরি করেন, দেবদাস চক্রবর্তী এবং বিরেন সোম। বিখ্যাত চিত্রশিল্পী এবং মুক্তিযোদ্ধা নিতুন কুণ্ড একজন তরুণের অবয়ব উপস্থাপন করে অংকন করেন একটি পোস্টার (উপাত্ত ৩)। বাংলার অসাম্প্রদায়িক চেতনার রূপ নিয়ে পোস্টার (উপাত্ত ৪) অংকন করেন বিখ্যাত চিত্রশিল্পী এবং মুক্তিযোদ্ধা দেবদাস চক্রবর্তী। তবে, বিরেন সোম (২০০৯) এর মুক্তিযুদ্ধকালীন সময়ের স্মৃতিচারণ থেকে সহজেই অনুমেয় যে, বেশির ভাগ পোস্টার সৃষ্টির পেছনে একদল চিত্রশিল্পীর সম্বিলিত মেধা ও মনন কাজ করেছে।

এক একটি পোস্টার সারাবিশ্বের দরবারে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধকালীন সময়ের অবস্থা তুলে ধরেছিল। মুক্তিযুদ্ধের সময়কার বাংলাদেশের মানুষের স্বাধীনতার জন্যে সংগ্রাম, পাকিস্তানি বাহিনীর অত্যাচারের বিভীষিকাময় পরিবেশের কথা উঠে এসেছে, সে সময়ে প্রকাশিত বিভিন্ন চিত্রে ও পোস্টারে। চিত্রশিল্পীগণ রং-তুলির আঁচড়ে ক্যানভাস রাঙিয়ে, সঞ্জীবনী শক্তিতে উদ্বুদ্ধ করেছিল মুক্তিপাগল বাংলার মানুষকে, যা বাংলার সকল মুক্তিকামি মানুষকে যুগিয়েছে মনস্তাত্ত্বিক প্রেরণা ও দিয়েছে সাহস (মির্জা, ২০১৪)। বায়ান্নর ভাষা আন্দোলন, ঊনসত্তরের গণ অভ্যুত্থানের বাঙালির ঐতিহাসিক বিজয়ের ধারাবাহিকতায় বাংলার মানুষের মনে দেশকে স্বাধীন করার স্পৃহা মুক্তিযুদ্ধের সূচনার প্রথম সোপান। পোষ্টার যোদ্ধাগণ বাঙালির এ ঐতিহাসিক অর্জনের ধারাবাহিকতায় তাঁদের মননকে শত্রু বধের হাতিয়ার হিসেবে বেছে নিয়েছেন। পাশাপাশি দেশের স্বাধীনতার পক্ষে উজ্জিবিত করতে চেয়েছেন অত্যাচার, জুলুম, অন্যায়ের হাত থেকে বাঁচতে চাওয়া মুক্তি পাগল বাঙালিকে, যা তাঁদের তৈরি পোস্টারের বিষয়বস্তু, অবয়ব, পঙক্তি ,রঙে রঙের উপস্থাপনায় প্রকাশ পেয়েছে।

৬. মুক্তিযুদ্ধের পোস্টারে উপস্থাপিত ভাষিক উপাদান বিশ্লেষণ ও পর্যালোচনা

আলোচ্য প্রবন্ধে উপস্থাপিত পোস্টারে ব্যবহৃত পাঠ্য (text) বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, ভাষার উপাদান ও প্রয়োগ প্রণালিতে একটি স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য রয়েছে। পোস্টারগুলোর ভাষিক উপাদান একধরনের সামাজিক যোগাযোগ তৈরি করেছে। যেকোনো নির্দিষ্ট পাঠে ভাষাতাত্ত্বিক প্রতিটি শাখার বিশ্লেষণে নিজস্বতা দেখা যায় (Bhatia, 1993)। বর্তমান প্রবন্ধে, পোস্টারে ব্যবহৃত ভাষায়েও বৈচিত্র্যময় স্বাতন্ত্র দেখা যায়। মুক্তিযুদ্ধকালীন দশটি পোস্টারের ভাষাবৈজ্ঞানিক বিভিন্ন রূপ উপস্থাপন করা হলো-

৬.১ পোস্টারে ব্যবহৃত শব্দরূপ বিশ্লেষণ

আলোচ্য পোস্টারগুলোর শব্দের বিশ্লেষণে সর্বনাম, সম্বন্ধবাচক শব্দ, ক্রিয়াবাচক শব্দ এবং ক্রিয়ার কাল প্রভাবিত শব্দের প্রয়োগে আধিক্য দেখা গেছে।

৬.১.১ সর্বনামের ব্যবহার

উপাত্ত	প্রদত্ত শব্দ	সর্বনাম
উপাত্ত ২	সকলেই	সকলবাচক
উপাত্ত ৪	আমরা	বক্তাপক্ষ (উত্তম পুরুষ)
	সবাই	সকলবাচক

উপাত্ত ৫	এই	নিকট নির্দেশক
উপাত্ত ৭	সকলেই	সকলবাচক
উপাত্ত ১০	এরা	নিকট নির্দেশক
	আপনাদের	শ্রোতাপক্ষ (মধ্যম পুরুষ)

সারণি ৫.১ পোস্টারে ব্যবহৃত সর্বনাম জাতীয় শব্দ

৬.১.২ সম্বন্ধবাচক শব্দের ব্যবহার

উপাত্ত	সম্বন্ধবাচক শব্দ
উপাত্ত ১	স্বাধীনতার সংগ্রাম
উপাত্ত ২	বাংলার মায়েরা মেয়েরা
উপাত্ত ৩	বাংলার মুক্তিবাহিনী।
উপাত্ত ৪	বাংলার হিন্দু
	বাংলার খৃস্টান
	বাংলার বৌদ্ধ
	বাংলার মুসলমান
উপাত্ত ৭	বাংলাদেশের কৃষক শ্রমিক ছাত্র যুবক
উপাত্ত ৮	সোনার বাঙলা
উপাত্ত ৯	বাংলাদেশের সম্পদ
	পাকিস্তানী পণ্য
উপাত্ত ১০	আপনাদেরই সন্তান

সারণি ৫.২ পোস্টারে ব্যবহৃত সম্বন্ধবাচক শব্দ

৬.১.৩ ক্রিয়ার এবং ক্রিয়ার কাল প্রভাবিত শব্দের ব্যবহার

উপাত্ত	প্রদত্ত শব্দ	ক্রিয়া	ক্রিয়ার কাল
উপাত্ত ১	দিয়েছি	সমাপিকা ক্রিয়া	সাধারণ অতীত
	দেবো	সমাপিকা ক্রিয়া	ভবিষ্যৎ অনুজ্ঞা
	গড়ে তোলো	যৌগিক ক্রিয়া	অন্যপক্ষ অনুজ্ঞা

উপাত্ত ৫	হত্যা করতে হবে	যৌগিক ক্রিয়া	অন্যপক্ষ অনুজ্ঞা
উপাত্ত ৯	বৃদ্ধি করুন	যৌগিক ক্রিয়া	অন্যপক্ষ অনুজ্ঞা
	বর্জন করুন	যৌগিক ক্রিয়া	অন্যপক্ষ অনুজ্ঞা
উপাত্ত ১০	সাহায্য করুন	যৌগিক ক্রিয়া	অন্যপক্ষ অনুজ্ঞা

সারণি ৫.৩ পোস্টারে ব্যবহৃত ক্রিয়াবাচক শব্দ ও ক্রিয়ার কাল প্রভাবিত শব্দ

৬.২ বাক্যতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ

পোস্টারগুলোর বাক্যতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, উপাত্তগুলোতে উপস্থাপিত বেশির ভাগ বাক্যই সরল বাক্য, শুধুমাত্র বিজ্ঞাপন উপাত্ত একে যৌগিক বাক্য এবং উপাত্ত সাতে একটি প্রশ্নবোধক বাক্যের ব্যবহার করা হয়েছে। পোস্টারে ব্যবহৃত বিবৃতিমূলক বাক্য, নির্দেশ, নিষেধ, উপদেশ ও নির্দেশনামূলক বাক্যের মাধ্যমে জনগণের উদ্দেশ্যে উৎসাহ এবং উদ্দীপনামূলক বক্তব্য পেশ করা হয়েছে।

উপাত্ত	উপস্থাপিত বাক্য	বাক্যের ধরণ
উপাত্ত ১	এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম	নির্দেশনামূলক বাক্য
	রক্ত যখন দিয়েছি আরও রক্ত দেবো	প্রতিজ্ঞাসূচক বাক্য
	ঘরে ঘরে দুর্গ গড়ে তোলো	নির্দেশমূলক বাক্য
উপাত্ত ২	বাংলার মায়েরা মেয়েরা সকলেই মুক্তিযোদ্ধা।	বিবৃতিমূলক বাক্য
উপাত্ত ৩	সদা জাগ্রাত বাংলার মুক্তিবাহিনী।	বিবৃতিমূলক বাক্য
উপাত্ত ৪	বাংলার হিন্দু বাংলার খৃস্টান বাংলার বৌদ্ধ বাংলার মুসলমান আমরা সবাই বাঙালী।	বিবৃতিমূলক বাক্য
উপাত্ত ৫	এই জানোয়ারদের হত্যা করতে হবে।	নির্দেশমূলক বাক্য
উপাত্ত ৬	একেকটি বাংলা অক্ষর অ আ ক খ একেকটি বাঙালীর জীবন।	বিবৃতিমূলক বাক্য

উপাত্ত ৭	বাংলাদেশের কৃষক শ্রমিক ছাত্র যুবক সকলেই আজ মুক্তিযোদ্ধা।	বিবৃতিমূলক বাক্য
উপাত্ত ৮	সোনার বাঙলা শ্মশান কেন?	প্রশ্নবোধক
উপাত্ত ৯	পাকিস্তানী পণ্য বর্জন করুন	উপদেশমূলক বাক্য
	পাকিস্তানী পণ্য বর্জন করুন	নিষেধমূলক বাক্য
উপাত্ত ১০	মুক্তিযোদ্ধাদের সাহায্য করুন	উপদেশমূলক বাক্য
	এরা আপনাদেরই সন্তান	বিবৃতিমূলক বাক্য

সারণি : ৫.৪ পোস্টারে ব্যবহৃত বাক্যের রূপ

৫.২.১ বাক্যে রূপকের প্রয়োগ বিশ্লেষণ

উপাত্ত	রূপকার্থের ধারণা
উপাত্ত ১	দিক নির্দেশনা
উপাত্ত ২	মুক্তিযুদ্ধে নারীর অংশগ্রহণ
উপাত্ত ৩	দেশ সুরক্ষায় সতর্কতা
উপাত্ত ৪	অসাম্প্রদায়িক বাংলাদেশ
উপাত্ত ৫	ঘৃণা ও ক্রোধ প্রকাশ
উপাত্ত ৬	একুশের চেতনাকে ধারণ
উপাত্ত ৭	সর্বসাধারণের অংশগ্রহণ
উপাত্ত ৮	পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর শোষণের তথ্যচিত্র
উপাত্ত ৯	দেশের সম্পদ ব্যবহার বৃদ্ধি
উপাত্ত ১০	মুক্তিযোদ্ধাদেও প্রতি সার্বজনীন সমর্থন

সারণি : ৫.৫ পোস্টারে ব্যবহৃত রূপকার্থ বিশ্লেষণ

ক। 'এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম' (উপাত্ত ১) বাক্যটি মুক্তিযুদ্ধকালীন সময়ে বঙ্গবন্ধুর দূরদর্শিতার ইঙ্গিত প্রকাশ করছে। পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর অন্যায় অত্যাচারে পরাধীন জাতিকে স্বাধীনতার পক্ষে লড়তে বঙ্গবন্ধু এ পঙক্তিটি ব্যবহার করেন।

খ। পাকিস্তানি শাসকদের হাতে দেশের বহু মায়ের সন্তান শহীদ হয়েছিলেন। প্রয়োজনে দেশের জন্যে আরও প্রাণ দিতে বাঙালি সন্তানেরা প্রস্তুত। প্রয়োজনে জীবন বিসর্জন দিয়ে হলেও দেশমাতৃকাকে পরাধীনতার শৃঙ্খল থেকে মুক্ত করতে হবে। দেশপ্রেমের এ ধারণা থেকে বঙ্গবন্ধু বলেন, 'রক্ত যখন দিয়েছি আরও রক্ত দেবো' (উপাত্ত ১)।

গ। 'ঘরে ঘরে দুর্গ গড়ে তোলো' (উপাত্ত ১) পঙক্তিটির মাধ্যমে বঙ্গবন্ধু বাংলার মানুষকে নিজদের অবস্থান থেকে মনোবল দৃঢ় করে যুদ্ধে লড়ে যেতে বলেছেন। দুর্গ যেমন যুদ্ধের সময় সৈন্যদের নিরাপদ আশ্রয় হয়, তেমনই নিজদের ঘরকে, দেশকে দুর্গের মতন শত্রুমুক্ত করে নিরাপদ রেখে, দেশের পাশে দাঁড়াবার আহবান করেন।

ঘ। বাংলাদেশের মহান মুক্তিযুদ্ধে বাঙালি নারী, পুরুষদের পাশাপাশি সমানভাবে অংশ নিয়েছিলেন। তাঁদের মধ্যে, যারা সমরক্ষেত্রে সরাসরি অংশ নেননি তাঁরা মুক্তিযোদ্ধাদের বিভিন্ন ভাবে সেবা দিয়ে, আশ্রয় দিয়ে, খাবার দিয়ে সাহায্য করেছিলেন (উপাত্ত ২)।

ঙ। বাংলার আপামর জনগণ ছাত্র, সেনা, পেশাজীবী, ধর্ম, বর্ণ, নির্বিশেষে নিজের দেশকে স্বাধীন করতে অস্ত্র হাতে তুলে নিয়েছিলেন। বাংলার মুক্তিবাহিনী নিজের জীবনের বিনিময়ে দেশ স্বাধীন করার পণ করেছিলেন। তাই দেশকে সুরক্ষিত রাখতে তাঁরা সব সময় সতর্ক, সচেতন (উপাত্ত ৩)।

চ। 'বাংলার হিন্দু বাংলার খৃস্টান বাংলার বৌদ্ধ বাংলার মুসলমান আমরা সবাই বাঙালী' (উপাত্ত ৪) উপস্থাপিত বাক্যটি বাংলার অসাম্প্রদায়িক চেতনার পরিচয় বহন করছে। বাক্যে 'আমরা' সর্বনামটি ব্যবহারে সব ধর্মের মানুষ একে অপরের চোখে সমান এই ধারণা উপস্থাপন করছে। 'সবাই বাঙালী' শব্দদ্বয় আমাদের জাতিগত পরিচয় প্রকাশ করছে। ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে একত্রে সবাই সহজেই মাতৃভূমিকে স্বাধীন করতে সক্ষম। মহান মুক্তিযুদ্ধে দেশের সব ধর্মের মানুষ বাঙালি জাতীয়তাবোধে উজ্জীবিত এবং তাঁদের বাঙালি পরিচয়কেই তাঁরা বড় করে দেখবেন, এই পোস্টারটি সেই বার্তা দিচ্ছে।

ছ। পাকিস্তানি শাসক ইয়াহিয়া খান এবং তার দোসরদের রূপক অর্থে 'জানোয়ার' হিসেবে আক্ষায়িত করা হয়েছে। 'এই জানোয়ারদের হত্যা করতে হবে' (উপাত্ত ৫) বাক্যটি পাকিস্তানিগোষ্ঠী ও তাদের প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়ার শোষণ, জুলম, নিপীড়ন, অত্যাচার, হত্যার বিরুদ্ধে বাংলার মানুষের ক্রোধের বহিপ্রকাশ।

জ। 'একেকটি বাংলা অক্ষর অ আ ক খ একেকটি বাঙালীর জীবন' পোস্টারে (উপাত্ত ৬) উপস্থাপিত বাক্যটি ১৯৫২ সালে রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনে পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর হাতে নির্মম ভাবে শহীদ হওয়া বাঙালি বীর ভাষাসৈনিকদের আত্মত্যাগকে স্মরণ করা হয়েছে। তাঁদের রক্তের বিনিময়ে আমরা পেয়েছি আমাদের মাতৃভাষায় মনের ভাব প্রকাশের অধিকার। তাই বাঙালিদের কাছে রক্ত দিয়ে কেনা বাংলা ভাষার প্রতিটি অক্ষর প্রাণের চেয়ে প্রিয় ও মূল্যবান।

ঝ। কৃষক, শ্রমিক, ছাত্র, যুবক বাংলার আপামর জনসাধারণ সকলেই মুক্তিযুদ্ধে জীবন বাজি রেখে দেশের স্বাধীনতার জন্যে লড়াই করেছিলেন সেই ধারণা থেকে পোস্টারটি (উপাত্ত ৭) উপস্থাপিত হয়েছে।

ঞ। আলোচ্য পোস্টারে (উপাত্ত ৮) পাকিস্তানি শাসকদের অন্যায় লুণ্ঠন, অতাচ্যারের একটি প্রামান্য দলিল হিসেবে উল্লেখ করা যায়। এর অন্তর্গত ভাষিক উপাদান হিসেবে অনেকগুলো বিষয়ের নাম, পরিমাণ, সংখ্যাবাচক শব্দের প্রয়োগ প্রমাণ করে দেয় যে পাকিস্তানি শাসন আমলে, বাংলাদেশ সবদিক দিয়ে কতটা বৈষম্যের স্বীকার হয়েছিল। আমাদের দেশের সম্পদ কেড়ে আমাদেরকেই সব সুযোগ সুবিধা থেকে বঞ্চিত করা হচ্ছিল। বৈষম্যের উদাহরণস্বরূপ, 'রাজস্ব খাতের ব্যয় বাঙালাদেশ ১৫০০ কোটি টাকা, পাকিস্তানি ৫০০০ কোটি টাকা, উন্নয়ন খাতের ব্যয় বাঙালাদেশ ৩০০০ কোটি টাকা, পাকিস্তান ৬০০০ কোটি টাকা, কেন্দ্রীয় সরকারের চাকুরী বাঙালাদেশ শতকরা ১৫ জন, পাকিস্তান শতকরা ৮৫ জন' ইত্যাদি। 'সোনার বাঙলা শ্মশান কেন?' বাক্যের এ রূপক ব্যবহার করে বোঝানো হয়েছে যে, বাংলার সম্পদ লুট করে বাংলাদেশের মানুষদের বঞ্চিত করে অর্থনীতিকে ভেঙ্গে দেয়া হয়েছে। সুজলা সুফলা শস্য শ্যামলা সম্পদে পূর্ণ দেশকে সোনার বাংলাদেশ বলে অভিহিত করা হয়েছে। শ্মশানে যেমন মানুষ পোড়ানো ছাই ছাড়া কিছুই থাকেনা, তেমনই পাকিস্তানি পিশাচেরা বাংলার সম্পদ লুণ্ঠন করে দেশকে দুর্ভিক্ষের দিকে ঠেলে দিয়েছিল। এ দেশের মানুষকে সহায়হীন, আশ্রয়হীন, হাহাকারে পর্যবসিত করাই ছিল তাদের লক্ষ্য।

ত। পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী বাংলাদেশের ধন-সম্পদ লুণ্ঠন করে পাকিস্তানে পাচার করছিল। এক্ষেত্রে, বাংলাদেশকে অর্থনৈতিক দিক দিয়ে দেউলিয়া করাই ছিল তাদের মূল লক্ষ্য। কম মূল্যের পাকিস্তানি পণ্য এ দেশে চড়া দামে বিক্রি করা হচ্ছিল। আমাদের দেশের পণ্য বিক্রয় বন্ধ করে দেশের অর্থনীতিকে নষ্ট ও বিপর্যস্ত করে দেয়া হচ্ছিল। বাংলার মানুষের কাছে নিজ দেশের পণ্য ক্রয় এবং দেশের টাকা দেশেই থাকবে, সম্পদ বৃদ্ধি হবে এ জাতীয় দেশপ্রেমে উজ্জীবিত হওয়ার ধারণা প্রকাশ করতেই, পোস্টারটি (উপাত্ত ৯) উপস্থাপিত হয়েছে।

দ। মাতৃভূমিকে শত্রুমুক্ত করতে নিজের জীবনের কথা না ভেবে মুক্তিযোদ্ধাগণ দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে যুদ্ধ করেছেন। তাঁদের মানসিক, শারীরিক, খাদ্য, বস্ত্র, আশ্রয়ের প্রয়োজনে, সাধারণ জনগণ তাঁদের পাশে দাঁড়ালে তাঁদেও মনোবল ভিত শক্ত হবে, সেই বক্তব্যই উপস্থাপন করা হয়েছে আলোচ্য পোস্টারটিতে (উপাত্ত ১০)। 'এরা আপনাদেরই অন্তর্গত সন্তান' বাক্যের মাধ্যমে প্রকাশ করা হয়েছে যে, যারা দেশের জন্যে নিজের প্রাণের মায়া, সুখ শান্তি বিসর্জন দিয়ে লড়ছেন তাঁরা সবাই বাংলাদেশের মাটির সন্তান। তাই সকলের উচিত তাঁদের পাশে দাঁড়ানো, তাঁদের সাহায্যে এগিয়ে যাওয়া।

৬.৩ অবাচনিক ভাষিক উপাদানের ব্যবহার

মুক্তিযুদ্ধের সময়কার পোস্টারগুলোর ভাষিক এবং অভাষিক ভাষাতাত্ত্বিক উপাদান বিশ্লেষণে ফারদিনান্দ দ্য সস্যুরের দ্যোতিত (signified), বিষয়গত ধারণা এবং দ্যোতক (signifier) বাচন, লিখন, অবাচনিক উপস্থাপন ধারণার অবয়ব স্পষ্ট। চিহ্ন ও রঙের সম্বিলিত প্রয়োগে পোস্টারগুলোর ভাষা আরো বেশি বৈচিত্র্যপূর্ণ হয়ে উঠেছে।

৬.৩.১ চিহ্নতাত্ত্বিক উপাদান বিশ্লেষণ

সমাজে বিভিন্ন চিত্রাশ্রয়ী প্রতীকী চিহ্নের ব্যপ্তি দেখা যায় এবং এসব চিহ্নে প্রতিফলিত হয় নির্দিষ্ট সমাজ সংস্কৃতি প্রতিবেষ্টিত বস্তু বা বস্তু পরম্পরা (রহমান, ২০০৮)। ভাষিক ও অভাষিক উপাদানের সমন্বিত প্রয়োগ, পোস্টারে উপস্থাপিত বিষয়ের মূল ধারণাকে প্রকাশ করে। পোস্টারগুলোতে ব্যক্তি ও বস্তুর অবয়বের অবাচনিক, যথা : হস্তভঙ্গি, মুখভঙ্গি বা বস্তু বা বস্তুগতকাঠামোর বৈচিত্র্যময় উপাদানের উপস্থিতি লক্ষ করা যায়।

উদাহরণস্বরূপ বলা যায় -

ক। পোস্টারে উপস্থাপিত, সাত মার্চের অবিস্মরণীয় ভাষণে (উপাত্ত ১), বঙ্গবন্ধুর ডান হাতের তর্জনীর মোহময় ভঙ্গিমায় উদাত্ত আহবানের অবাচনিক প্রেক্ষাপটে তাঁর মনোবল, মানসিক শক্তি, নেতৃত্বদানের ক্ষমতা এবং দিক নির্দেশনার চিত্র ফুটে উঠেছে। চিত্রে বঙ্গবন্ধুর চোখেমুখে প্রকাশ পেয়েছে সাহস, শক্তি, সংকল্প এবং দেশপ্রেম।

খ। চিত্রে (উপাত্ত ২) নারীর পরিধেয় বস্ত্র দেখেই অনুমান করা যায়, তিনি একজন বাঙালি নারী। হাতে চুরি পরা যা তাঁর কমনীয় নরম স্বভাবের পরিচয় বহন করছে। হাতের মুঠোর ভঙ্গি তাঁর দৃঢ় মনোবলকে প্রকাশ করছে। মুখায়বের অভিব্যক্তি বিশ্লেষণ করলে দেখা যাচ্ছে, তিনি স্পষ্ট এবং ভয়হীন দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছেন। তাঁর ঠোঁটে হাসির রেখা, যা বাঙালি নারীর কোমল, কমনীয় এবং সংকল্পবদ্ধ ব্যক্তিত্বের পরিচায়ক।

গ। একজন তরুণের অবয়ব উপস্থাপন করা হয়েছে, যার চোখের দৃষ্টি মানসিক শক্তি ও দৃঢ়তার পরিচয় বহন করছে। তরুণটির গ্রিবা লম্বা যাতে বোঝানো হয়েছে, তিনি দেশের জন্যে নির্ভীকভাবে সর্বোচ্চ দিতে প্রস্তুত। তাঁর মুষ্টিবদ্ধ হাত সহসিকতা এবং মনোবলকে ইঙ্গিত করছে।

ঘ। অসাম্প্রদায়িক বাংলাদেশের পরিচয় বহনকারী উপস্থাপিত (উপাত্ত ৪) চিত্রে দেখা যাচ্ছে, চারটি ধর্মীয় উপাসনালয় - মন্দির, মসজিদ, গির্জা ও প্যাগোডার অবয়ব। বাঙালি জাতিয়তাবোধে উজ্জীবিত হয়ে ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে একত্রে মিলে নিজ মাতৃভূমিকে স্বাধীন করতে সক্ষম, পোস্টারটি এই বার্তা প্রকাশ করছে।

৬.৩.২ রঙের ব্যবহার

মুক্তিযুদ্ধকালীন সময়ের পোস্টারগুলোর প্রায় প্রতিটি পোস্টারেই ব্যবহৃত হয়েছে সাদা, কালো এবং লাল রঙ। প্রচলিত ভাবে সাদা রং প্রকাশ করে শান্তি. শুভ্রতা, ভাত্রিত্ববোধ, সহমর্মিতা এবং লাল রঙ প্রকাশ করে সাহস, ত্যাগ, দৃঢ়তা প্রভৃতি এবং কালো রঙ শোক, দুরাচার, অন্যায় প্রভৃতি ধারণা প্রকাশক। রঙের সার্বজনীন প্রয়োগের চিহ্নতাত্ত্বিক অর্থের ক্ষেত্রে বিস্লে ও ডানেসি (Beasley & Danesi, 2002) এর মতে, লাল রঙ আবেগ, উর্বরতা, ক্রোধ, শক্তি, বিপদ প্রভৃতি; সাদা রঙ পবিত্রতা, নিষ্পাপ, সৎগুণ, সতীত্ব, উৎকর্ষ, ভদ্রতা প্রভৃতি; কালো রঙ খারাপ, অপবিত্র, কলঙ্ক, দুরাচার, অশ্লীলতা, অশোভন, অন্যায় প্রভৃতি অর্থ প্রকাশক (Rojo, 2015)। মুদ্রণ ^শলীতেও রঙের ব্যবহার এবং অক্ষরের ফন্ট বা হরফের উপস্থাপনা সামাজিক সাংস্কৃতিক ভাবধারা প্রভাবিত হয়ে থাকে (রীটা, ২০১৮)। রঙের প্রভাব ব্যক্তির মানসিক ভাষিক ধারণাকে প্রভাবিত করে। ব্যক্তি তার পারিপার্শ্বিক সামাজিক ও সাংস্কৃতিক পরিবেশ হতে রঙের অর্থকে বিশ্লেষণ করে থাকে। আলোচ্য পোস্টারগুলোতে লাল রঙের প্রাধান্য দেখা গেছে যা মূলত তৎকালীন বাঙালি মনের স্বাধীনতা অর্জনের স্পৃহা ও আত্মত্যাগের প্রতীক হিসেবে (Cole, 1993)। আলোচ্য পোস্টারগুলোতে রঙের ব্যবহারে রূপকার্থের প্রয়োগ দেখতে পাওয়া যায়। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়-

ক। 'বাংলার মায়েরা মেয়েরা সকলেই মুক্তিযোদ্ধা' (উপাত্ত ২) বাক্যে, 'বাংলার মায়েরা মেয়েরা' সাদা রঙে, যাতে বাংলার নারীদের মনের শুভ্রতাকে ইঙ্গিত করা হয়েছে এবং 'সকলেই মুক্তিযোদ্ধা' শব্দগুলো লাল রঙে উপস্থাপিত হয়েছে যা দৃঢ়তা, শক্তি, সাহস এবং মনোবল প্রকাশক।

খ। বিখ্যাত চিত্রশিল্পি কামরুল হাসান এর ঐতিহাসিক পোস্টারটিতে (উপাত্ত ৫) ইয়াহিয়া খানের মুখের অবয়বে তার জিহবা লাল বর্ণে অংকিত হয়েছে। যাতে বোঝানো হয়েছে, যে পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী জুলম নিপীড়ন হত্যার মাধ্যমে বাঙালিদের রক্ত শোষণ করছে।

গ। 'একেকটি বাংলা অক্ষর অ আ ক খ একেকটি বাঙালীর জীবন' (উপাত্ত ৬) বাক্যটি ১৯৫২ সালে রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনে পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর হাতে নির্মম ভাবে শহীদ হওয়া বাঙালি বীর ভাষা সৈনিকদের স্মরণ করা হয়েছে। লাল কাল রঙের পটভূমিতে, সাদা রঙে বাংলা বর্ণমালার চিত্র উপস্থাপিত হয়েছে। তাঁদের রক্তের বিনিময়ে আমরা পেয়েছি আমাদের মাতৃভাষায় মনের ভাব প্রকাশের অধিকার। তাই 'এক একটি বাংলা অক্ষর' রূপকার্থে তাঁদের রক্তের লাল রঙে এবং 'এক একটি বাঙালীর জীবন' বাক্যে যারা শহীদ হয়েছেন সেই শোককে ধারণ করে কালো রঙে উপস্থাপিত হয়েছে।

ঘ। 'বাংলাদেশের সম্পদ বৃদ্ধি করুন, পাকিস্তানী পণ্য বর্জন করুন পোস্টার (উপাত্ত ৯) দুটি অংশে উপস্থাপিত হয়েছে। সাদা অংশের পটভূমিতে লাল রঙে লেখা, 'বাংলাদেশের সম্পদ বৃদ্ধি করুন এবং কালো অংশে লেখা, পাকিস্তানী পণ্য বর্জন করুন। তৎকালীন সময়ের প্রেক্ষাপটে পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী বাংলাদেশের ধন সম্পদ লুণ্ঠন করে পাকি পাকিস্তানে পাচার করছিল এবং কম মূল্যের পাকিস্তানি পণ্য এ দেশে চড়া দামে বিক্রি করা হচ্ছিল। এই পোস্টারটির প্রতিবেশে লাল রং ব্যবহার হয়েছে যাতে সহজে সবার দৃষ্টি আকর্ষণ লাভ করা যায় এবং কালো রং ব্যবহার করা হয়েছে নেতিবাচক ধারণাকে তুলে ধরতে।

৬.৪ প্রতিবেশগত ভাষিক প্রভাব

যোগাযোগ প্রকাশে ব্যবহৃত ভাষা প্রতিবেশকে নির্ভর করে গড়ে ওঠে। ভাষা প্রয়োগের রূপ সামাজিক ও সাংস্কৃতিক প্রভাব দ্বারা নিয়ন্ত্রিত (Bloor, 1995)। সামাজিক পরিবেশ ভাষায় নতুন নতুন বৈচিত্র্য সৃষ্টি করে। সমাজে বসবাসরত মানুষের সাথে যোগাযোগ স্থাপন ভাষার ব্যবহারের মূল লক্ষ্য। সামাজিক সকল প্রকার যোগাযোগ রক্ষায় সামাজিক প্রতিবেশ ও উপাদান দ্বারা মানুষের ভাষা ব্যবহারও প্রভাবিত হয়ে থাকে (Holmes, 1992)। ভাষা বিশ্লেষণে ভাষিক এবং অভাষিক বিভিন্ন উপাদানগুলোর পাশাপাশি সমাজ, সংস্কৃতির প্রতিবেশ সম্পর্কে ধারণা লাভ করা যায় (Gumustekin, 2013)। উল্লেখিত পোস্টার রচনার পটভূমি হলো বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ। পোষ্টার রচনায় ব্যবহৃত ভাষার শব্দ চয়ন, বাক্য গঠন, অভাষিক উপাদান প্রয়োগ সব কিছুতেই বাঙালি জাতীয়তাবোধ এবং দেশপ্রেমের ভাবধারার প্রভাব লক্ষ করা যায়। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়-

ক। বঙ্গবন্ধুর ঐতিহাসিক সাতই মার্চের ভাষণের বিখ্যাত উক্তি, "এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম", "রক্ত যখন দিয়েছি আরও রক্ত দেবো" এবং "ঘরে ঘরে দুর্গ গড়ে তোল" (উপাত্ত ১) ভাষিক উপাদান হিসেবে উপস্থাপিত হয়েছে। এই বাক্য উপস্থাপনার পটভূমি মুক্তিযুদ্ধকালীন প্রতিবেশকেই নির্দেশ করছে।

খ। পোস্টারে (উপাত্ত ২) ব্যবহৃত 'মায়েরা' এবং 'মেয়েরা' শব্দের প্রয়োগ আমাদের সমাজ ব্যবস্থার একটি দৃষ্টিভঙ্গির ছবি ফুটে উঠেছে। আমাদের দেশের মায়েরা সন্তানকে বুক দিয়ে আগলে রাখেন। সন্তানের মঙ্গলের জন্যে তিনি সব করতে প্রস্তুত থাকেন। আবার সামাজিক প্রতিবেশগত কারণে এ অঞ্চলে কন্যাসন্তানকে বলা হয় ঘরের লক্ষ্মী। তাঁর উপস্থিতিতে ঘরে বিপদ আসেনা। দেশের স্বার্থে বাঙালি নারীরা দেশ সুরক্ষায় অবদান রাখছেন, সেই বার্তাই পোস্টারে উপস্থাপিত হয়েছে।

গ। পোস্টারে (উপাত্ত ২ ও ৩) মুক্তিযুদ্ধের সময়ে সবচেয়ে পরিচিত এবং বহুল ব্যবহৃত অস্ত্র রাইফেল ও বেয়োনেটের চিত্র উপস্থাপিত হয়েছে।

ঘ। 'আমরা সবাই বাঙালী' (উপাত্ত ৪) বাক্যটি থেকে সহজেই অনুমেয় যে, মুক্তিযুদ্ধকালীন সময়ের সবার মধ্যে বাঙালি জাতিয়তাবোধ এবং সংহতির চেতনা সৃষ্টি হয়েছিল।

ঙ। মাতৃভাষা আন্দোলন দিয়ে স্বাধীনতার স্বপ্নের যাত্রা শুরু। তাই জাতি হিসেবে প্রতিটি বাঙালির কাছে মহান মাতৃভাষার ধারণা বিশেষ গুরুত্ব বহন করে। পোস্টারে (উপাত্ত ৬) রক্তের বিনিময়ে পাওয়া বাংলা বর্ণমালার চিত্র উপস্থাপিত হয়েছে।

চ। পোস্টারে (উপাত্ত ৮ ও ৯) আমাদের দেশের তৎকালীন সময়ের অর্থনৈতিক প্রতিবেশের একটি চিত্র ফুটে উঠেছে। পাকিস্তানি শাসকেরা বাংলাদেশের সম্পদ লুণ্ঠন ও পাকিস্তানে পাচার করে দেশের অর্থনীতিকে নষ্ট ও বিপর্যস্ত করে দিয়েছিল। সেই প্রেক্ষিতে দেশীয় পণ্য ক্রয় এবং দেশের সম্পদ বৃদ্ধি ও রক্ষার ধারণা প্রকাশ করতেই, পোস্টারগুলো উপস্থাপিত হয়েছে।

৬.৫ পর্যালোচনা

ক। পোস্টারগুলোর শব্দ প্রয়োগে, মূলশব্দ হিসেবে বাংলা শব্দের ব্যবহার করা হয়েছে, যথা- সদা, জাগ্রত সন্তান, পণ্য, শ্মশান, বর্জন, হত্যা প্রভৃতি। এছাড়াও সম্বন্ধবাচক শব্দ এবং যৌগিক ক্রিয়ার প্রয়োগে আধিক্য দেখা যায়।

খ। আলোচ্য পোস্টারগুলোতে আন্তঃপাঠ (intertextuality) বা পরিচিত বিষয়কে উপস্থাপন করে খুব সহজেই বক্তব্য পেশ করা হয়েছে। আন্তঃপাঠ ভাষিক ক্রিয়া বেশির ভাগ সময় সমাজে প্রচলিত কোন জনপ্রিয় এবং প্রচিলিত বিষয়কে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠে, অনেক সময় তা কোন বিখ্যাত ব্যক্তির থেকেও অনুপ্রাণিত হতে পারে (Rojo, 2015)। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, মুক্তযুদ্ধ চলাকালীন সময়ে জাতিয়তাবোধে উজ্জীবিত বাংলার মানুষকে আকর্ষণ করতে 'মুক্তিযোদ্ধা, মুক্তিবাহিনী, আমরা সবাই বাঙালী' এ জাতীয় শব্দের ব্যবহার করা হয়েছে।

বঙ্গবন্ধুর ঐতিহাসিক ভাষণের অমর পঙক্তি এবং তাঁর অবয়ব পোস্টারের ভাষিক উপাদান হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে।

গ। পোস্টারগুলোতে ভাষিক উপাদান হিসেবে রূপকের ব্যবহার অতিমাত্রায় লক্ষণীয়। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় - বঙ্গবন্ধুর অবিস্মরণীয় ভাষণে, তিনি মাতৃভূমির নিচ্ছিদ্র, নিরাপত্তা দানের উদ্দেশ্যে নিজ নিজ স্থান থেকে মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণে আহবান জানাতে রূপকার্থে ব্যক্ত করেন 'ঘরে ঘরে দুর্গ গড়ে তোল' (উপাত্ত ১) বাক্যটি। তৎকালীন পাকিস্তানি শাসক ইয়াহিয়া এবং তার সরকার, দোসর যারা আমাদের দেশকে পরাধীনতার শৃঙ্খলে বেঁধে রেখে হত্যা, ধর্ষণ, লুটপাট, দেশের সম্পদ পাচার, বুদ্ধিজিব হত্যাসহ সব ধরনের অন্যায়ে লিপ্ত হয়েছিল। তাদের উদ্দেশ্য করে শিল্পি 'জানোয়ার' (উপাত্ত ৫) শব্দটি ব্যবহার করেন। 'সোনার বাঙলা শ্মশান কেন?' (উপাত্ত ৮) বাক্যটি রূপকার্থে, তৎকালীন সময়ে পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর শোষণের একটি চিত্র ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। আলোচ্য পোস্টারগুলোতে রূপক হিসেবে রঙ ব্যবহারে সাদা, কালো এবং লাল রঙের প্রয়োগ দেখা গেছে।

ঘ। পোস্টারের ব্যবহৃত ভাষিক উপাদানসমূহ মুক্তিযুদ্ধকালীন সময়ের প্রতিবেশ প্রভাবিত। ভাষায় একটি ধারণা এবং তার শব্দের রূপ এই দুটির মিথস্ক্রিয়া একটি মনস্তাত্ত্বিক প্রক্রিয়া (Chandler, 2007) এ ধারণার সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ। উপস্থাপিত সকল ভাষিক, অভাষিক ও সমাজ-সাংস্কৃতিক প্রভাবিত উপাদানের মূল ধারণা ছিল বাংলাদেশের স্বাধীনতা। তাই প্রতিটি পোস্টারের বিষয়বৈচিত্র্য, শব্দ প্রয়োগ, বাক্য নির্মাণ, রূপকের ব্যবহার, চিত্র, অবাচনিক প্রকাশে গুরুত্ব পেয়েছে বাঙালি জাতিয়তাবোধ।

উপসংহার

পোস্টার রচনায় ভাষা বিশ্লেষণে ভাষিক-অভাষিক বিভিন্ন উপাদান যথা- রূপ, বাক্য, চিহ্ন, অর্থ প্রভৃতির উপস্থিতি দেখতে পাওয়া যায়। পাশাপাশি তৎকালীন বাংলাদেশের সমাজ, সংস্কৃতি, ধর্ম, জীবনাচরণ প্রভৃতি বিষয় সম্পর্কেও ধারণা লাভ করা যায়। প্রবন্ধে মহান মুক্তিযুদ্ধের সময়ে প্রকাশিত দশটি ঐতিহাসিক পোস্টারে উপস্থাপিত ভাষিক উপাদান বিশ্লেষণ করা হয়েছে, যেখানে মুক্তিযুদ্ধের পটভূমিতে বায়ান্নর ভাষা আন্দোলন, ঊনসত্তরের গণঅভুত্থ্যান, বাঙালির স্বাধিকার আন্দোলনের বিজয় অর্জনের প্রতিচ্ছবি প্রকাশ পেয়েছে। আলোচিত পোস্টারগুলোর ভাষায়, বাংলার সাধারণ মানুষের দেশের প্রতি মমত্ববোধ, দেশপ্রেম, ভালোবাসার প্রতিচ্ছবি ফুটে উঠেছে। তেমনি এর ভাষা উপস্থাপনায় তৎকালীন পাকিস্তানি শাসক ও তাদের দোসরদের অন্যায় অত্যাচার, নিপীড়নের চিত্রটিও উঠে এসেছে। পাশাপাশি বাংলার সামগ্রিক অসম্প্রদায়িক সৌন্দর্যের একটি পরিচয়ও পাওয়া গেছে। মুক্তিযুদ্ধকালীন পোস্টারগুলো বাংলাদেশের মহান স্বাধীনতা যুদ্ধের এক অনন্য দলিল হিসেবে বিবেচ্য হয়ে থাকবে।

তথ্য-নির্দেশ

আহমেদ, হেলাল উদ্দিন (২০১৫) "সাতই মার্চের ভাষণ"। *বাংলাপিডিয়া*। বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি। ঢাকা।

ইসলাম, রফিকুল ও সরকার, পবিত্র (২০১২)। *বাংলা একাডেমি প্রমিত বাংলা ভাষার ব্যাকরণ* (সম্পাদিত)। বাংলা একাডেমি। ঢাকা।

মির্জা, লুতফুল (২০১৪), মুক্তিযুদ্ধ, চিত্রকলা, পোস্টার ও বাংলাদেশ। মুক্তচিন্তা ব্লগ (http://www.Muktochinta blog.com/blogpost/details/11998)

রহমান, সৈয়দ শাহরিয়ার (২০০৮)। *উপমা- চিত্রকল্প ও প্রতীক চিহ্নের নন্দনতত্ত্ব বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথের উপন্যাস*। বাংলা একাডেমী, ঢাকা।

রীটা, ভদ্রেশু (২০১৮)। বাংলা টাইপোগ্রাফিক গ্রন্থ- প্রচ্ছদ: চিহ্নতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ। *ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পত্রিকা*, সংখ্যা-৯৭। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা। ১০৫-১৩১

দত্ত, বিনয় (২০১৯)। স্লোগান ও পোস্টারে মুক্তিযুদ্ধের বাংলাদেশ। *ভোরের কাগজ*, দৈনিক পত্রিকা।

সোম, বিরেন (২০০৯) স্মৃতিচারণ: মুক্তিযুদ্ধে শিল্পীসমাজ। *প্রথম আলো* পত্রিকায় প্রকাশিত। সংগৃহীত: International Crime Strategy Forum (ICSF)।

Ambrosse, Gavin & Harris, Paul (2013). *Color in Graphic Design*. (1st Edition) Bengisu Bayrak (Translator). Istanbul: Literature Publications।

Barthes, Roland (1957). *Mythologies: The World of Wrestling*. Aux Editions DU Seuil, France.

Barthes, Roland & Lavers, Annete (1972). '*Translated Mythologies of Ronald Barthes (1957)* Farrar, Straus and Giroux.

Berger, Jonah (2008). *Seeing Styles, Trans*. Yurdanur Salman, Metis Publications, Istanbul.

Bhatia, Kumar Viraj (1993). *Analyzing genre: Language use in professional settings*. Routledge.

Bloor, Meriel (1995). *The Functional Analysis of English: A Hallidayan Approach.* London : Arnold.

Bostanci, Meral (2012). *John Heartfield and object interpretation*. Istanbul: Işık University Institute of Social Sciences.

Chandler, Daniel (2007). *The basics, Semiotics* (second edition), New York: Routledge.

Cole, Alison (1993). *Color*. New York: Dorling Kindersley

Eunson, Ian Baden (2012). *Non-Verbal Communication*. Monash University, Australia.

Gümüştekin, N (2013). *The Contribution of Color to Poster as a Graphic Design Product: A Historical Review*. Turkey.

Gökaşan, Gürkan (3 July, 2017) Digital Collage, Poster Design and Stephan Bundi: The Semiotic Analysis of Theatre Posters. *Online Journal of Communication and Media Technologies*, (Vol: 7)

Holmes, Janet (1992). *An Introduction to Sociolinguistics*. London: Longman

Işık, D (2010). Poster Design as a Visual Communication Tool: A Semiotic Analysis of the Poster Designs of Izmir Buuyuskşehir Mayor Candidates in the 2009 Local Elections. *İzmir*: Ege University Institute of Social Sciences.

Kövecses, Zoltán (2002). Metaphor*: A practical introduction*. Oxford: Oxford university press.

Lucie-Smith, E., Kılıç, E,. Kovulmaz, B. & Akınhay, O. (2004). *Visual arts in the 20th century*. Akbank Culture and Arts Center.

Özkirişçi, İ. H. (2016). Analysis of Theater Posters in terms of Visual Perception and Motion Poster Applications in Graphic Design. Hacettepe University Fine Arts Institute Graphics Department, Ankara.

Özmutlu, A. & Kaptan, A. Y. (2009) The Use of Semiotic Analysis Method in the Application and Analysis Process of Poster Subject in Graphic Design Workshop Classes. (Unpublished Master thesis) Ondokuz Mayıs University, Samsun / Turkey.

Rojo, Sonia Lavandeira (2015). A Comparative Linguistic Analysis of English and Spanish Advertising Discourse. (Doctoral Dissertation) Universidade Da Coruna.